শিক্ষা-৪৪

যুগান্তর

তারিখ 24 OCT 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

প্রত্যাশা।

বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক

জাতীয় পত্রপত্রিকায় লেখালেখির পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত একটি প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত লইয়াছে সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে বইয়ের দাম না বাড়াইয়া বিবেচনাধীন রাখা হইয়াছে পরবর্তী শিক্ষা বৎসরের জন্য। দাম না বাড়ানো পর্যন্ত ভর্তুকি দিতে বলা হইয়াছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে (এনসিটিবি)। ইতিপূর্বে এনসিটিবি'র পক্ষ হইতে মাধ্যমিক স্তরের ৬১টি পাঠ্যপুস্তকের দাম গড়ে ৩০ শতাংশ বাড়াইবার প্রস্তাব সরকারের নিকট রাখা হইয়াছিল কাগজের দাম ৫০ শতাংশ বাড়িয়াছে এই অজুহাতে। পরে দুর্মূল্যের এই বাজারে অভিভাবকদের উপর বাড়তি চাপের কথা বিবেচনা করিয়া সরকারের এই ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমাদৃত হইবে সকল মহলেই। ইহার পাশাপাশি এই সংবাদও পাওয়া গিয়াছে যে, অন্তত এইবারে শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে শিক্ষার্থীদের নিকট। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, নানা ছলছুতা ও টালবাহানায় ছাত্রছাত্রীদের নিকট বোর্ডের বই পৌঁছাইতে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস আসিয়া যায়। ধর্মঘট, হরতাল, অবরোধ, বিদ্যুৎ সংকট, প্রেস ও বাঁধাই শ্রমিকদের আন্দোলন ইত্যাদির কারণে বোর্ডের বই মুদ্রণ ও সরবরাহের কাজ পিছাইয়া যাইত বারবার। পাঠ্যপুস্তক লইয়া নানা দুর্নীতি, অনিয়ম, কেঁচ্ছা-কেলেংকারিও কম হয় নাই। প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক চড়াদামে কালোবাজারে বিক্রয়ের অভিযোগও রহিয়াছে। এইবারে উহা হইবে না বলিয়াই প্রত্যাশিত। তবে প্রাথমিক ও এবতেদায়ি মাদ্রাসার শতকরা ৮৫ ভাগ পাঠ্যপুস্তক এখন পর্যন্ত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে পৌঁছায় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। শতকরা ৭৫ ভাগ প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক এবং ৪০ শতাংশ এবতেদায়ি বই ইতিমধ্যে ছাপা হইয়াছে বলিয়া জানাইয়াছেন এনসিটিবি চেয়ারম্যান। সম্ভবত ঈদ ও পূজার দীর্ঘ ছুটির কারণে বাকি বইয়ের মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাজ বিলম্বিত হইতেছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ তৎপর হইলে এই ক্ষতি পোষাইয়া লওয়া সম্ভব হইতে পারে। ইহার জন্য প্রেসগুলিতে নিয়মিত মনিটরিং করা প্রয়োজন। যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছানোর পাশাপাশি উহার মুদ্রণ, কাগজ ও বাঁধাইয়ের মান যথাসম্ভব ভালো করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে কর্তৃপক্ষকে। মনে রাখিতে হইবে, প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের জন্য ৫৪.৪ কোটি টাকা এবং এবতেদায়ি শ্রেণীর পুস্তকের জন্য ২০.৫ কোটি টাকা দিয়া থাকে বিশ্বব্যাংক। সেই ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের সার্বিক মান বাড়াইবার অবকাশ রহিয়াছে বৈকি। বইয়ের মান ভালো হইলে ছাত্রছাত্রীরাও জ্ঞান অর্জনে আরও বেশি করিয়া উৎসাহিত হইতে পারে। সারা বৎসর ধরিয়া প্রতিনিয়ত যেই বইগুলি শিক্ষার্থীদের হাতে থাকিবে উহার মান অবশ্যই ভালো হওয়া বাঞ্ছনীয়। এনসিটিবি এই বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হইবে বলিয়াই প্রত্যাশিত।